

চতুর্থ অধ্যায়
খুদক পাঠ
করণীয় মেত্তং

নিদানং

১. যস্মানুভাবতো যক্খা নেব দস্সেস্টি ভিংসনং,
যমহি চেবানুযুঞ্জন্তো রত্তিং দিবমতন্দিতো ।
২. সুখং সুপতি সুত্তো চ পাপং কিঞ্চিং ন পস্সতি,
এবমাদি গুণোপেত্তং পরিত্তং তং ভণাম হে ।

সুত্তং

১. করণীয়মথকুসলেন যন্তুং সন্তুং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজ্জু চ সুজ্জু চ সুবচো চস্স মৃদু অনতিমানী ।
২. সত্ত্বস্সক্কো চ সুজরো চ অস্পকিচেচাচসল্পহুকবুত্তি
সত্ত্বিন্দ্রিয়ো চ নিপক্কো চ অস্পগব্ভো কুলেসু অননুগিস্খো ।
৩. ন চ খুদ্ধং সমাচারে কিঞ্চিৎ যেন বিঞ্ঞং পরে উপবদেয়্যাং
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সকেব সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ।
৪. যে কেচি পানা ভূতখি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহত্তা বা মজ্জিক্কামা রস্সক্কানুকথলা ।
৫. দিট্ঠা বা য়েব অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদুরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সকেব সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ।
৬. ন পরো পরং নিকুবেষথ, নাতিমঞ্ঞেথ কখচি নং কিঞ্চিৎ
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয়া ।
৭. মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্কে,
এবম্পি সকেভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।
৮. মেত্তঞ্চ সকেলোকসিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উস্মং অথো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্মাধং অবেরমসপত্তং ।
৯. তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সযনো বা যাবতস্স বিগতমিস্খো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয়া ব্রহ্মমেত্তং বিহারমিধমাত্তু ।
১০. দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্সেনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয়া গেধং নহি জাতু গব্ভসেয়াং পুনরেতীতি ।

শব্দার্থ

যং তং সত্তং পদং — সেই যে শাস্ত্র নির্বাণ পদ আছে; তং অভিসমেচ্চ — সেই পদ জ্ঞাত হয়ে; অথকুসলেন করণীয়ং — তা লাভেচ্ছুর কর্তব্য; সঙ্কো — দক্ষ; উজ্জু জ্জু ঋজু; সুজ্জ — অকুটিল; সুবচো — মিষ্টভাষি; মুদু — মৃদু; অনতিমানী চ অসুস — নিরভিমান হবে; সত্তুসসকো — সত্তুচি চিত্ত; সুভরো — সুখপোষ্য; অম্পকিচো — অম্পকৃত্য; সলংহুকবুত্তি — সংলঘুক বৃত্তি, অল্পে তুফি হওয়া; সত্তিন্দিয়ো — শান্তেন্দিয়; নিপকো — প্রজ্ঞাবান; অম্পগবুভো — অম্পগলভ; কুলেসু অননুগিস্থো — গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত; ন চ কিঞ্চিৎ খুদং সমাচরে — কোন কিছু হীন আচরণ করবে না; যেন পরে বিএএ উপবদেয়্য — যা দ্বারা অপর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপবাদ করতে পারেন; সবেস সত্তা — সকল প্রাণী; সুখিনো — সুখি; সুখিতত্তা ভবত্তু — সুখি হোক, সত্তুচিচিৎ হোক; যে কেচি অনবসেসা — যে সমুদয়; তসা — তৃষ্মাযুক্ত; থাবরা — তৃষ্মা ও ভয়হীন; দীঘা — দীর্ঘ; মহত্তা — মহৎ; মজ্জিমা — মধ্যমাকৃতি; রসসকা — হ্রস্বা শরীরধারী; অণুকা — ক্ষুদ্রশরীর বিশিষ্ট; থুলা — স্থূল; পাণা তৃত্তি — জীব আছে; যে চ দিট্ঠা — যে সমুদয় দৃষ্ট; যে চ অদিট্ঠা — যে সমুদয় অদৃষ্ট; যে চ দুরে অবিদুরে বা বসন্তি — যারা দুরে বা নিকটে বাস করে; ভুতা — যারা জন্মেছে; সম্ভবেসী — যারা জন্মাবে; নহিজাতু — জন্মগ্রহণ করেন না; ন পরো পরং — একে অপরকে; নিকুবেথ — বধনা করবে না; কথচি নং কিঞ্চিৎ নাতিমএএএথ — কাউকে অবজ্ঞা করবে না; ব্যারোসনা পটিঘসএএএগা — কায়মানোবাকোর বিকৃতিবশত ক্রোধ উৎপাদন করে; অএএএগা অএএএস — একে অপরকে; ন ইচ্ছ্য — ইচ্ছা করবে না; নিয়ং — স্বীয়; একপুত্তং — একমাত্র পুত্রকে; আযুসা — আয়ু দ্বারা; অনুরক্কে — রক্ষা করে; সত্তুভুতেসু — সকল জীবের প্রতি; এবম্পি — এরূপ; অপরিমাণং — অপ্রমেয়; মানসং ভাবমে — মৈত্রী ভাবনা করবে; উম্মং অধো চ — ওপরে ও নিচে; তিরিযঞ্চ — তির্যকভাবে; সাকলোকসিং — সর্বত্র; অসম্মাং — ভেদজ্ঞান রহিত; অবেরং — বৈরিতাহীন, শত্রুতাহীন; তিট্ঠং — স্থিত অবস্থায়; চরং — বিচরণ করতে করতে; নিসিন্নো বা — উপবিষ্ট অবস্থায়; সযনো বা — শায়িত অবস্থায়; যাবতা — যতক্ষণ; বিগতমিন্ধো অসুস — মানসিক অলসতা বিগত হয়; এত্তং সত্তিং অধিট্ঠেয়া — এ স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে; ইদং ব্রহ্মবিহারমাত্তু — একে ব্রহ্মবিহার বলে। দিট্ঠিঞ্চি অনুপগম — মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক; সীলবা দসুসনেন সম্মন্না — শীলবান ও সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন আর্শাবক; কামেসু — কামের প্রতি; গেধং বিনেয়া — লিপ্সা বিদূরিত করে; গব্ভসেয়াং — গর্ভাশয়; পুনরেন্তি — পুনরায় আসেন না।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকা

এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তখন বর্ষাবাসের প্রাক্কালে পাঁচশত ভিক্ষু ভগবানের নিকট থেকে কর্মস্থান গ্রহণ করেন। তারপর হিমালয়ের পাদদেশে মনোরম স্থানে বর্ষাবাস আরম্ভ করেছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ভিক্ষাচরণ করে তাঁরা নির্বিঘ্নে শ্রামণ্যধর্ম পালন করছিলেন। নির্মল বায়ু সেবনে ও নিয়মিত ধর্মাচরণে তাঁদের শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়েছিল। সেখানে বহু বৃক্ষদেবতা বাস করতেন। ভিক্ষুগণের শীলভেজে তাঁরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করতে পারছিলেন না। ফলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ইতঃসতত পরিভ্রমণ করছিলেন। ভিক্ষুগণ কখন সেই স্থান পরিত্যাগ করে যাবেন অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু বর্ষাবাস শেষ না করে তাঁরা স্থান ত্যাগ করবেন না বুঝতে পেরে বৃক্ষদেবতাগণ উৎপাত শুরু করেন। তাঁরা রাতে বিরাট আকৃতি ধারণ করে ভিক্ষুদের কাছে এসে চীৎকার করতেন। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতেন। তাঁদের উৎপাতে ভিক্ষুদের শীলের ব্যাঘাত ঘটল। মানসিক দুশ্চিন্তায় তাঁদের শরীর কৃশ হল।

অতঃপর সকল ভিক্ষু পরামর্শ করে এর প্রতিকারের জন্য শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন—‘ভিক্ষুগণ, তোমরা কেন বর্ষাবাসের মধ্যে দেশভ্রমণ করছ? বর্ষাবাসে দেশভ্রমণ বিধিবদ্ধ নয়। তখন ভিক্ষুগণ তাঁদের অসুবিধার কথা ভগবানকে জানালেন। বুদ্ধ তাঁদেরকে পুনরায় সেস্থানে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁদেরকে মৈত্রীসূত্র শিক্ষা দিয়ে বললেন—‘এটাই তোমাদের পরিত্রাণ ও কর্মস্থান হবে।’ ভিক্ষুরা পুনরায় সেস্থানে গিয়ে সেই পরিত্রাণ ভাবনা আরম্ভ করলেন। সেই পরিত্রাণের প্রভাবে ভিক্ষুগণ পুনরায় শীলভেজ প্রাপ্ত হলেন। বৃক্ষদেবভাগণও তাঁদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হলেন।

সেজন্য করণীয় মৈত্রী সূত্রের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

১. যে পরিত্রাণের প্রভাবে যক্ষগণ ভয় দেখাতে পারেন না, সেই সূত্র দিন রাত আলস্যহীন হয়ে ভাবনা করবে।
২. মৈত্রী সূত্র ভাবনাকারী সুখে নিদ্রা যায়। কোন কুস্বপ্ন দেখেন না।
এরূপ গুণযুক্ত পরিত্রাণ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করব।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের সারমর্ম

সাধকের মূল লক্ষ্য হবে নির্বাণ লাভ। তিনি সরল, শান্তস্বভাব ও অভিমানশূন্য হবেন। চঞ্চলতা পরিহার করে সাংসারিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হবেন। কোন পাপ কাজ করবেন না। ছোট-বড় সকল প্রাণীর প্রতি সর্বদা মৈত্রী চিন্তে অবস্থান করবেন। অশ্লৈ তুষ্ট, শান্তেন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞাবান হবেন।

বঞ্চনা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী না হয়ে সকলের সুখ কামনা করাই ভাবনাকারীর একান্ত কর্তব্য। যা যেমন তার একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করেন, অনুরূপভাবে সাধকও শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ না রেখে সকলের প্রতি মৈত্রীভাবনা করবেন। স্থিত অবস্থায়, হাঁটতে হাঁটতে, উপবেশন অবস্থায়, শয়নে যতক্ষণ নিদ্রা যাবে না, ততক্ষণ এ স্মৃতি করবে। এর নাম ‘ব্রহ্মবিহার’। মৈত্রীভাবনার মাধ্যমে যারা কমপক্ষে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন; তাঁদের ভোগ ও কামলালসা বিদূরিত হয়। তাঁরা এ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখান থেকে নির্বাণ লাভ করেন।

টীকা

খুদক পাঠ

খুদক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ হল খুদকপাঠ। ‘ক্ষুদ্র পাঠ’, ‘অল্পতর পাঠ’— এ অর্থে গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। নয়টি বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থটি সংকলিত হয়। যেমন - সরণস্তম্ভ, দসসিক্খাপদং, দ্বাষ্টিংসাকারো, কুমারপঞ্জহা, মঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র, তিরোকুজ্জ সূত্র, নিখিকু সূত্র ও করণীয় মেত্ত সূত্র।

ত্রিশরণ গ্রহণ ও দশশীল পালন শ্রামণদের নিত্যকর্ম। মানবদেহের ৩২টি অংশ নিয়ে ‘দ্বাষ্টিংসাকার’— অনিত্যভাবনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দেহের ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝাতে এবং এর প্রতি ঘৃণার উদ্বেক করার জন্যই এই পাঠ। চতুর্থ অংশ কুমার প্রশ্নে বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্ম-দর্শন আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি সূত্র মাস্তুলিক আচার-অনুষ্ঠান, ত্রিরত্ন, প্রকৃত সম্পদ প্রভৃতি নিয়ে বর্ণিত। গ্রন্থটি শিক্ষানবিসদের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

মেত্রী

জীবন সাধনার পরিপূর্ণতায় মেত্রা বা মৈত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৈত্রী সাধনা দ্বারা মানুষ ইহজীবনে অস্থির মনকে শান্ত করে লক্ষ্যস্থলে সহজে পৌছতে পারে। শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এর অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। অনাবিল সুখ-শান্তির একমাত্র পথ। মনে সর্বক্ষণ মৈত্রীভাব পোষণ করা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃষ্টতম উপায়। চিত্ত ও মনে মৈত্রীভাব পোষণ করে ভাবনা করার নাম 'ব্রহ্মবিহার'। সাধনার সেই চারটি স্তর হল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। সূত্রাং, মৈত্রী হল বৌদ্ধ সাধনার প্রথম স্তর। সাধক মনের উত্তেজনা ও হিংসাতাব বিদূরিত করে সুখে-শান্তিতে অবস্থান করেন।

যা যেমন তাঁর একমাত্র ছেলেকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তদুপ সকল প্রাণীর প্রতি প্রেম বিতরণের নামই মৈত্রী। এ প্রেম মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মধুর করে এবং পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্ম-পর ভেদজ্ঞান লোপ পায়। সাধক সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী প্রসারিত করে শত্রুহীন, ভয়হীন ও বেদনাহীন হয়ে পরিপূর্ণ উদার মন নিয়ে অবস্থান করেন।

যিনি শত্রু-মিত্রের মধ্যস্থ ও আপনার মধ্যে বিভেদ দেখেন না তিনিই মৈত্রী ভাবনায় সফল হন। তিনি মনুষ্য-অমনুষ্য সকলের প্রিয়ভাজন হন। সুখে শয়ন করেন। দেবতা তাঁকে রক্ষা করেন। অগ্নি তাঁকে দহন করে না। শত্রু তাঁকে অক্রমণ করে না। তাঁর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন। আর্যমার্গ ফল লাভ করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। নির্বাণ সাধ্য করে বিমুক্ত হন।

লোকনীতি সুজন কাণ্ড

১. সবিস্তরের সমাসেথ, সবিস্ত কুকেথ সন্ধরং,
সতং সন্ধ্যমএঃএগযসেয্যো হোতি ন পাপিযো ।
২. চজ দুজ্জন সংসগংগং, ভজ সাধু সমাগমং,
কর পুএঃএমহোরতিং, সর নিচ্চমনিচ্চতং ।
৩. যথা উদুম্বর পকা বহিরওকমেব চ,
অন্তো কিমিহি সম্পূন্না এবং দুজ্জনহদযা ।
৪. যথা'পি পনসপক্কা বহি কণ্টকমেব চ,
অন্তো অমতসম্পূন্না এবং সুজনহদযা,
৫. সুক্খো'পি চন্দনতরু ন জহাতি গম্ভঃ,
নাগো গতো রণমুথে ন জহাতি লীলং,
যত্তগতো মধুরসং ন জহাতি উচ্ছং;
দুক্খো'পি পত্তিজানো ন জহাতি ধম্মং ।
৬. সীহো নাম জিঘচ্ছা'পি পণ্ণাদীনি ন খাদতি,
সীহো নাম কিসো চাপি নাগমংসং ন খাদতি ।
৭. কুলজাতো কুলপুত্তো কুলবংসো সুরকথতো,
অন্তনা দুক্খপ্পত্তো'পি হীনকম্মং ন কারয়ে ।
৮. চন্দনং সীতলং লোকে, ততো চন্দ'ব সীতলং;
চন্দন চন্দং-সীতম্হা সামুবাক্যং সুভসিতং ।
৯. উদেয্য ভানু পচ্ছিমে, মেঘুরাজ্জা নমেয্য'পি,
সীতলো যদি নরকল্লি'পি, পব্বতগুণে চ উপ্পলং
বিকসে, ন বিপরীতং সামুবাক্যং কদাচনং ।
১০. সুখা রুক্খস্স ছাযা'ব, ততো এত্তি মাতা-পিতু,
ততো আচরিয়ো রএঃএগ ততো বুদ্ধস্স'নেকধা ।
১১. ভমরা পুপ্ফমিচ্ছন্তি, গুণমিচ্ছন্তি সজ্জনা,
মক্খিকা পুতিমিচ্ছন্তি, দোসমিচ্ছন্তি দুজ্জনা ।
১২. মাতাহীনস্স দুব্ভাসা, পিতাহীনস্স দুক্কিরিয়া,
উভো মাতা-পিতাহীনা দুব্ভাসা চ দুক্কিরিয়া ।
১৩. মাতাসেট্ঠস্স সুভাসা, পিতাসেট্ঠস্স সুক্কিরিয়া,
উভো মাতা-পিতাসেট্ঠ সুভাসা চ সুক্কিরিয়া ।

১৪. সত্ত্বামে সূরমিচ্ছত্তি, মন্তীসু অকুত্‌হলং,
পিয়ঞ্চ অন্ন-পানেসু, অথকিচ্চেসু পত্তিতং ।
১৫. সুনখো সুনখং দিষ্মা দত্তং দস্সেসি হিংসিতুং,
দুজ্জনো সুজনং দিষ্মা রোসযং হিংসমিচ্ছতি ।
১৬. মা চ বেগেন কিচ্ছানি কারেসি কারাপেসি বা,
সহসা কারিতং কম্মং মম্মো পচ্ছানুত্পত্তি ।
১৭. কোথং বিহিত্তা কদাচি ন সোচতি
মক্খম্পহানং ইসযো বণ্ণযত্তি,
সক্কেসং ফরসবাচং ধম্মেথ
এতং ধত্তি উত্তমমাহ সত্তো ।
১৮. দুক্কখো নিবাসো সম্মাধে ঠানে অসুচিসজ্জতে,
ততো অরিম্মহি অস্পিযে, ততো'পি অকত্তএহ্ণনা ।
১৯. ওবদেয্য অনুসাসেয্য চ নিবারয়ে,
সত্তং হি সো পিযো হোতি, অসত্তং হোতি অস্পিযো ।
২০. উত্তমত্তনিবাতেন, সুরং ভেদেন নিজ্জয়ে,
নীচং অস্পকদানেন, বীরিয়েন সমং জয়ে ।
২১. ন বিসং বিসমিচ্ছাহু ধনং সজ্জস্স উচ্চতে,
বিসং একং'ব হনতি সৰ্বং সজ্জস্স সত্তকং ।
২২. জবেন ভদ্রং জানাতি, বলিবদ্দঞ্চ বাহনা,
দুহেন ধেনুং জানাতি, ভাসমানেন পত্তিতং ।
২৩. ধনম্পম্পি সাধুনং কূপে বারী'ব নিস্সযো,
বহুংবাপি অসাধুনং ন চ বারী'ব অণ্ণবে ।
২৪. অপথেয্য ন পথেয্য, অচিন্তেয্যাং ন চিন্তেযে,
ধম্মমেব সুচিন্তেয্য, কালং মোঘং ন অচ্চযে ।
২৫. অচিন্তিতম্পি ভবতি, চিন্তিতম্পি বিনসস্সতি,
ন হি চিন্তমযা ভোগা ইখিয়া পুরিসস্স বা ।
২৬. অসত্তস্স পিযো হোতি, সত্তং ন কুরুতে পিয়ং,
অসত্তং ধম্মং রোচেতি তং পরাভবতো মুখং ।
২৭. আপং পিবন্তি নো নজ্জা, রুক্খা খাদন্তি নো ফলং,
বস্সন্তি কুচি নো মেঘা, পরাথায় সত্তং ধনং ।

শব্দার্থ

সব্ভিরের – সাধুর সঙ্গে; সমাসেথ – বাস কর; কুবেথ – মিত্রতা কর; সন্ধ্যমমঞ্জ্রায় – সত্যধর্ম জানা থাকলে; চজ – ত্যাগ কর; দুজ্জনসংসগগং – দুর্জনের (খারাপ লোকের) সংসর্গ; ভজ – ভজনা কর, উপাসনা কর; সাধুসমাগমং – সাধু সমাগম; সর – স্রবণ কর; নিচ্চমনিচ্চতং (নিচ্চং + অনিচ্চতং) – নিত্য ও অনিত্যকে; যথা – যেমন; উদুঘর – ভুমুর; বহিরত্ত – বহির্ভাগ; অস্তো – ভেতরভাগ; কিমিহিসম্প্পা – কৃমিতে পরিপূর্ণ; দুজ্জনহদয়া – দুর্জনের হৃদয়; পনসপক্কা – পাকা কাঁঠাল; কন্টকমেব – কণ্টকময়, কাঁটায় পরিপূর্ণ; অমতসম্প্পা – অমৃতময়; সুজনহদয়া – সুজনের (সৎব্যক্তির) হৃদয়; সুক্খো'পি – শূকালে; চন্দনতরু – চন্দনবৃক্ষ; ন জহাতি – ত্যাগ করে না; গতো – পতিত; নাগো – হাতি; যন্তগতো – যন্ত দ্বারা মাড়ালে (মর্দন করলে); উচ্ছং – ইক্ষু, আখ; জিঘচ্ছা'পি – ক্ষুধার্ত হলে; পণ্ণাদীনী – তৃণপত্রাদি; ন খাদতি – খায় না; কিসো – কৃশ; নাগমংসং – হাতির মাংস; কুলজাতো – কুলীন বংশে; কুলবংসো – বংশের মর্যাদা; সুরক্খতো – সুরক্ষা করে; দুক্খপ্পত্তো'পি – দুঃখ পেলেও; হীনকম্ম – হীনকর্ম। ততো – তদপেক্ষা; চন্দন – চন্দ্র সীতমহা – চন্দন ও চন্দ্রকিরণের চেয়েও শীতল; সুভাসিতং – সুভাষিত; উদেযা – উদিত হয়; ভানু – সূর্য; পচ্ছিমে – পশ্চিম দিকে; নমেযা'পি – নমিত হয়; নরকগ্গি'পি – নরকাগ্নিও; পবতল্লো – পর্বতাগ্রে; উম্পলং – পদ্ম; বিকসে – প্রস্ফুটিত হয়; কুদাচনং – কদাচ, কখনও; ককখসস – বৃক্ষের; এগতি – জাতি; রএহ্বেএ – রাজা; সুখা – সুখদায়ক; বুদ্ধসস'নেকথা – বুদ্ধের শরণগ্রহণ; দুব্বাসা – দুর্বাক, কটুভাষি; দুক্কিরিয়া – দুষ্কর্মকারি, অন্যচারি; মাতাসেট্ঠসস – মাতা শিষ্টাচারি হলে; সুভাসা – সুভাষী; সুক্কিরিয়া – সুকর্মী; সুরামিচ্ছতি – যোগ্যতার প্রয়োজন হয়; মত্তীসু – মত্তগদাধার; অকুত্থহলং – নিরানন্দের সময়; পিয়ত্ত – প্রিয়জনের; অথকিচ্ছেসু – অর্থ জানতে হলে; দন্তং দসসেতি – দাঁত দেখায়; হিংসিত্তং – হিংসা প্রকাশ করতে; রোসযং – আক্রোশ; মা চ কারেসি – কখনও করবে না; কারাপেসি – করাবে না; কিচ্চানি – কার্য; পচ্ছানুত্পতি – পরে অনুত্পত্ত হয়। কোথং – ক্রোধ; বিহিত্তা – ত্যাগ করে; ন সোচতি – শোক করে না; মক্খপ্পহানং – অপরের দোষকীর্তন ত্যাগ করেছেন যারা; ইসযো – ঋষিগণ; বল্পযন্তি – প্রশংসা করেন; ফরুসবাচং – পরুষ বাক্য, কর্কশ বাক্য; থমেথ – ক্ষান্ত থাকবে; উত্তমমাহ – উত্তম বলে; থন্তি – ক্ষান্তি, ক্ষমা; সত্তো – সংপুরুষ; সম্মাথে ঠানে – সম্মুখীর্ণ স্থানে; অসুচিসঙ্কতে – অপবিত্র স্থানে; অরিম্মহি – শত্রুর সাথে; অপিযে – অপ্রিয়ের সাথে; অকতএহ্ণা – অকৃতজ্ঞ লোকের; ওবদেযা – যে উপদেশ প্রদান করে; অনুসাসেযা – যে অনুশাসন করে; অসতং অপিযো হোতি – অসতের অপ্রিয় হয়; উত্তমত্তনিবাতেন – আত্মাভিমান ত্যাগ করে; বিরিয়েন – বীর্যবলে; বিসং – বিষ; হনতি – হত্যা করে; সজ্জসস ধনং উচ্চতে – সজ্জের ধনই প্রধান; একং'ব – একজনকে; জবেন – দূতগতির জন্য; বলিবদ – বলীবদ, বৃষভ; বাহনা – বাহন; দুহেন – দোহনে; ভাসমানেন – বাক্যল্যাপে; ধনম্পম্পিন্ন – অল্পধনেও; বারি'ব – জলের নায়; অণুব – সাগর; আপং – জল; পিবন্তি – পান করে; বসসন্তি – বর্ষণ করে; পরথায – পরোপকার; অপথেযা – অপ্রার্থিত বস্তু; ন পথেযা – প্রার্থনা করবে না; অচিন্তেযাং – অচিন্তনীয় বিষয়; ধম্মমেব – ধর্মচিন্তাই; অচিন্তিতম্পি – যা চিন্তা করা হয় নি; বিনসসতি – বিনষ্ট হয়; চিন্তামযা – যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে; ইথিযা-পুরিসসস – স্ত্রী-পুরুষের; অসত্তসস – অসাধুর; রোচেতি – পছন্দ হয়; পরাভবতো – পরাজিত হয়; সুজন – বন্ধু; কাও – শ্রেণি, বিভাগ।

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

সাধুর সঙ্গে বাস ও মিত্রতা করাই উত্তম। সত্যধর্ম জানা থাকলেই ভাল। দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ, সাধুর ভজনা, দিন-রাত পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও নিত্য-অনিত্যকে স্রবণ করাই শ্রেয়।

কাঁঠালের বাইরের অংশ কাঁটায়ুক্ত। ভেতরভাগ অমৃতময়। সেরূপ সুজনের বহির্ভাগ সুন্দর না হলেও হৃদয় কিন্তু গুণময়।

চন্দন বৃক্ষ শূকালেও সুগন্ধ থাকে। হাতি রণমুখে পতিত হলেও ক্রীড়া ত্যাগ করে না। সেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি দুঃখে

পতিত হলেও ধর্ম ত্যাগ করে না।

সিংহ ক্ষুধার্ত হলেও ঘাস খায় না। সিংহ অনাহারে দুর্বল হলেও হাতির মাংস খায় না। কুলপুত্র বংশের মর্যাদা রক্ষা করে। সে নিজে দুঃখ পেলেও হীনকর্ম করে না।

এ জগতে চন্দন শীতল। তার চেয়ে চন্দ্রের কিরণ আরও শীতল। কিন্তু চন্দন ও চন্দ্রকিরণের চেয়ে সাধুর সুভাষিত বাক্য সর্বাপেক্ষা শীতল।

কোনদিন সূর্য পশ্চিম দিকে উদ্ভিত হতে পারে। মেরুরাজ নমিত হতে পারে। নরকের অগ্নি শীতল হতে পারে। পর্বতের অগ্রভাগে পদ্ম ফুল ফুটেতে পারে। কিন্তু যারা সৎপুরুষ, তাঁদের বাক্য বিপরীত হতে পারে না।

বৃক্ষের ছায়ায় শ্রান্তের সুখ লাভ হয়। তা অপেক্ষা মাতা-পিতা ও জ্ঞাতিগণের আশ্রয় সুখকর। তার চেয়ে আচার্য ও রাজার আশ্রয় সুখদায়ক। বহুগুণে গুণান্বিত বৃক্ষের শরণ সর্বাপেক্ষা সুখকর।

ভ্রমরেরা ফুল পেতে ইচ্ছা করে। সজ্জনেরা গুণ অর্জনে ব্যাপৃত থাকে। মাছি পচাপঙ্খ ভালবাসে। আর দুর্জনেরা দোষ গ্রহণ করে।

নিচকূলে জন্মজাত পুত্র কর্কশভাষি হয়। অনুরূপ পিতার পুত্রও অনাচারে রত হয়। মাতা-পিতা উভয়েই নিচকূলের হলে পুত্র মুখরা ও অনাচারি হয়।

সংগ্রামে যোদ্ধার প্রয়োজন হয়। অসময়ে মন্ত্রদাতার পরামর্শ নিতে হয়। ভোজনে প্রিয়জনকে সাথে রাখতে হয়। আর দুরূহ বিষয় জানতে হলে পণ্ডিতের সান্নিধ্য দরকার।

এক কুকুর অন্য কুকুরকে দেখলে দাঁত বের করে হিংসা করে। সেরূপ দুর্জন সৃজনকে দেখে আক্রোশ ও হিংসাপরায়ণ হয়। ক্রোধ ত্যাগ করলে কখনো শোক করতে হয় না। যারা অপরের দোষকীর্তন থেকে বিরত থাকে তাদেরকে ঋষিগণ প্রশংসা করেন। কর্কশ বাক্য বলা থেকে ক্ষান্ত থাকবে। সৎপুরুষেরা ক্ষান্তিগুণকে উত্তম বলে প্রশংসা করেছেন।

সংকীর্ণ ও অপবিত্র স্থানে বাস করা দুঃখজনক। তার চেয়ে শত্রু ও অপ্রিয় লোকের সাথে বাস করা দুঃখকর। অকৃতজ্ঞ লোকের সাথে বাস করা অধিক দুঃখজনক।

যে উপদেশ দেয়, অনুশাসন করে; অন্যায় কার্য থেকে নিবারণ করে; সে সৎ-এর প্রিয়পাত্র হয় বটে, কিন্তু অসৎ-এর অপ্রিয় হয়।

আত্মাভিমান ত্যাগ করে শ্রেষ্ঠজনকে জয় কর। ভেদ ব্যবহারে খীরপুরুষকে পরাজয় কর। নীচ-হৃদয়কে দান দিয়ে পরাভূত কর। প্রচেষ্টা বলে সমজনকে পরাজিত কর।

বিষ বিষ নয়। সজ্জের ধনই প্রধান বিষ। বিষ একজনকে হত্যা করে। কিন্তু সজ্ঞ-সম্পত্তি সকলকে বিনাশ করে।

দ্রুতগতি দেখে অশুকে জানা যায়। ভার বহনে ব্যেধ শক্তি বোঝা যায়। দোহনে ধেনুর পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্যাব্যাপে পণ্ডিতকে বুঝতে হয়।

কূপের জলের ন্যায় সাধু ব্যক্তির অজ্ঞ ধনেও উপকার হয়। সাগরের জলের মত অসাধু ব্যক্তির বহু ধনেও হিতসাধন হয় না।

নদী কখনো জলপান করে না। বৃক্ষ কখনো ফল খায় না। মেঘ বারি বর্ষণে মানুষের উপকার করে। সেরূপ, সাধু পুরুষের ধন পরহিতার্থে ব্যয় করা হয়।

অপ্রার্থিত বস্তু চিন্তা করবে না। অচিন্তনীয় বিষয়ের চিন্তা করবে না। ধর্মচিন্তাই সূচিন্তার বিষয়। অথবা সময় কাটাবে না। যা চিন্তা করা হয় না, তাও ঘটে থাকে। যা চিন্তা করে ঠিক করা হয়েছে, তাও একদিন বিফল হয়। সত্বী-পুরুষ চিন্তানুরূপ ফল কখনো ভোগ করতে পারে না।
যে অসাধুর প্রিয় হয়, সাধুর সেবা করে না, অধর্মকে ভালবাসে; সে সর্বদা পরাজিত হয়।

টীকা

লোকনীতি

সর্বসত্তরের মানুষ যে নীতি অনুসরণ করলে সর্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় তার নাম লোকনীতি। গাথাগুলোর অধিকাংশ পালি ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে ছবছ মিল আছে। যেমন – সুজন কাণ্ডের ১নং গাথা ধম্মপদ-এ, ৩নং গাথা জাতকে, ২৬ নং গাথা সেল সুত্ত-এ, ২৭ নং গাথা পরাভব সুত্ত-এ বর্ণিত হয়েছে। এরকম আরও অনেক গাথা পালিগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। তবে স্থান বিশেষে চাণক্য শ্লোকেরও পুনরাবৃত্তি আছে। শুধু পালিতে ভাষান্তর করা হয়েছে।

লোকনীতি গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকাব্য। এর বিষয়বস্তুকে সাতটি কাণ্ডে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা – ১। পণ্ডিত কাণ্ড; ২। সুজন কাণ্ড; ৩। বাল-দুজ্জন কাণ্ড; ৪। মিত্র কাণ্ড, ৫। ইথি কাণ্ড, ৬। রাজা-কাণ্ড, ৭। পকিণ্ড কাণ্ড।

প্রত্যেকটি কাণ্ডের গাথাগুলো নামের সাথে সম্বন্ধিত। বলতে গেলে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথে উপদেশগুলো মনে রেখে অগ্রসর হলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। তাই গাথাগুলো অনুবাদসহ মুখস্থ করতে পারলে ভাল হয়।

অনুশীলনী

ক. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ১। বুদ্ধ কাদের উদ্দেশ্যে ‘করণীয় মেত্ত সুত্ত’ দেশনা করেছিলেন? এ সূত্রের পটভূমি সংক্ষেপে বিবৃত কর।
- ২। করণীয় মেত্ত সুত্ত-এর সারমর্ম লেখ।
- ৩। করণীয় মেত্ত সুত্ত-এর আলোকে ‘মেত্তা’ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।
- ৪। লোকনীতি গ্রন্থের সুজন কাণ্ডের যে কোন তিনটি পালি গাথা বাংলা অনুবাদসহ উদ্ধৃত কর।
- ৫। সুজন কাণ্ডের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

- ১। ব্রহ্মবিহার কাকে বলে?
- ২। নির্বাণ লাভেজু ব্যক্তির করণীয় কী কী?
- ৩। ‘সক্কে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা’। – উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য বাংলায় বুঝিয়ে লেখ।

৪। অনুবাদ কর :

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্কে,
এবম্পি সববভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

- ৫। খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দাও।

- ৬। লোকনীতি কী? লোকনীতির বিষয়বস্তু কয়টি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে? সেগুলোর নাম লেখ।
 ৭। ‘কুলপুত্র দুঃখ পেলেও হীনকর্ম করেন না।’—কথাটির তাৎপর্য কী?

গ. শূন্যস্থান পূরণ কর:

মেষুঞ্চঃ ————— মানসং ভাবয়ে —————।
 উম্মং ————— চ তিরিয়ঞ্চঃ ————— অবেরমসপত্তং।
 অসত্তসুস ————— হোতি, সত্তং ন ————— পিযং,
 অসত্তং ————— রোচেতি ————— তং পরাভবতো —————।

ঘ. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

- ১। বর্ষাবাসের পূর্বে কয় শত ঠিক কর্মস্থান গ্রহণ করেছিলেন?

ক. চারশত	খ. পাঁচশত
গ. ছয়শত	ঘ. সাতশত

- ২। কর্মস্থান গ্রহণকারী ভিক্ষুদের সামনে কারা দুর্গন্ধ ছড়াতেন?

ক. মানুষেরা	খ. নাগকন্যারা
গ. পাগলেরা	ঘ. বৃক্ষদেবতারা

- ৩। ‘সুত্তরো’ শব্দের অর্থ কী?

ক. সুখপোষ্য	খ. দুগ্ধপোষ্য
গ. ঘৃতপোষ্য	ঘ. যমজপোষ্য

- ৪। দাঁড়ানো অবস্থায়, গমনে, শয়নে, উপবেশনে যে ভাবনা করতে হয় তার নাম কী?

ক. প্রমোদবিহার	খ. নৌবিহার
গ. ব্রহ্মবিহার	ঘ. মৈত্রীবিহার

- ৫। ‘সকো’ শব্দের বাংলা অর্থ কোনটি?

ক. দক্ষ	খ. অকুটিল
গ. মিষ্টভাষী	ঘ. নিরতিমান

- ৬। বৌদ্ধ সাধকের মূললক্ষ্য কী?

ক. মোক্ষলাভ	খ. অর্থলাভ
গ. সম্পদ লাভ	ঘ. নির্বাণ লাভ

৭। সুজন কাত কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

ক. খুদ্দক পাঠ

খ. লোকনীতি

গ. সুত্তনিপাত

ঘ. বিমানবধু

৮। সুজনের হৃদয় কীরূপ?

ক. ধ্যানময়

খ. প্রজ্ঞাময়

গ. গুণময়

ঘ. শ্রুতময়

৯। সাধুপুরুষের ধন কিভাবে ব্যয় করা হয়?

ক. রাষ্ট্রীয়কার্বে

খ. ব্যক্তি স্বার্থে

গ. সামাজিকতায়

ঘ. পরহিতার্থে

১০। 'জবেন' শব্দের অর্থ কী?

ক. দ্রুতগতির জন্য

খ. দুর্গতির জন্য

গ. জীবের জন্য

ঘ. জীবিকার জন্য